তারিখ 22 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প

# শরণখোলায় কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ

**শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি**

শরণখোলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের কোটি টাকা দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কর্তৃক পরিচালিত এ প্রকল্পের ৩৪টি কেন্দ্রের প্রায় দেড়শ' সহায়ক-সহায়িকা ও ট্রেইনারের বেতনভাতার প্রায় অর্ধকোটি টাকা পরিশোধ না করে এবং প্রকল্পের প্রস্তুত কোটি টাকা আত্মসাৎ করে রিক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে। ভুক্তভোগী শতাধিক সহায়ক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ট্রেইনাররা বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা সদর রায়েন্দাবাজারে পাওনা বেতন পরিশোধ ও দায়ীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ শেষে প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। শরণখোলা প্রেস ক্লাবে রিকের শতাধিক বেতনবঞ্চিত স্টাফের উপস্থিতিতে উপজেলার মঠেরপাড় স্কুলের আমিন আকনের বাড়ির ১৪নং কেন্দ্রের সহায়ক শিক্ষক আনোয়ার হোসেন লিখিত বক্তব্যে বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় মানব উন্নয়নের জন্য রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) ২০০৪ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০১২ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত তিন পর্যায়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করে। সংস্থাটির বাগেরহাট জেলা কো-অর্ডিনেটর মাহামুদ খান, শরণখোলা উপজেলা কো-অর্ডিনেটর জুলফিকার আলী মামুন ও অন্যান্য শরণখোলায় ১৩৬ জন সহায়ক-সহায়িকা শিক্ষক ও ট্রেইনারদের প্রতি মাসের বেতন থেকে প্রথম থেকেই আট-নয়শত টাকা করে কেটে রাখতেন। চাকরি হারানোর ভয়ে কেউ তখন মুখ খুলতে সাহস পাননি। প্রকল্পের মেয়াদ ১০ মাস আগে শেষ হলেও ১৩৬ জনের ১৪ থেকে ২১ মাসের বেতন ভাতা বাবদ প্রায় অর্ধকোটি টাকা এখনও পরিশোধ করেনি। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত রিকের শতাধিক সহায়ক-সহায়িকা ও ট্রেইনারদের মধ্যে নার্গিস সুলতানা, নিউটন কুমার হালদার, মনি শংকর বৈদ্য, লোকমান হোসেন, সগির হোসেন, ফেরদৌসী বেগম, রফিকুল ইসলাম, আইরিন আক্তার, ট্রেইনার রেকসোনা রানী, নবীন হোসেন ও জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, সহায়ক শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মাসে ১৩ ও ১৪শ' এবং ট্রেইনারদের বেতন ২৬শ' টাকা। তাদের ১৪ মাস থেকে ২১ মাস ধরে বেতন দেয়নি রিক। এ ব্যাপারে রিকের উপজেলা কো-অর্ডিনেটর জুলফিকার আলী মামুনের বক্তব্য নিতে গেলে তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। জেলা কো-অর্ডিনেটর মাহামুদ খান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ট্রেইনারদের টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, জুন মাসে তাদের বেতন দেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কেএম মামুন উজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে একটি আবেদন পাওয়ার পর এনজিও রিক ও আবেদনকারীদের শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।